R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
মনকাড়া ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
স্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৩শ বর্ষ.
৩৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২১শে মাঘ বুধবার, ১৩৯৩ সাল।
৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০্ সডাক

সার্বিক গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের ১১ লক্ষ টাকা ফেরত যাচ্ছে

জঙ্গিপুর : জানা যায় ১৯৮৫-৮৬ সালের সার্বিক গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের সরকারী অনুদানের ১১ লক্ষ টাকা খরচ করতে ব্যর্থ হয়েছেন রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের ডেভেলপমেন্ট প্রশাসন। ২৭ জানুয়ারী এক সভায় সার্বিক গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের জেলা মুখ্য আধিকারিক জানান, বিগত বছরে সরকারী লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১২ লক্ষ টাকা। কিন্তু গত ১০ মাসে ২নং ব্লক মাত্র ১ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। বাকী ১১ লক্ষ টাকা এত অল্প সময়ের মধ্যে খরচ করা কোন মতেই সম্ভব নয়। গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে এ ধরনের গাফিলতি জেলার কোন ব্লকেই ঘটেনি। প্রকাশ, যেমন করেই হোক অন্ততঃপক্ষে ৫০% টাকা খরচ করার জন্য জোর তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে নাকি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে প্রকল্পের কাজ তদারকি করতে প্রতিনিধি দল এতদঞ্চলে আসছেন। তাঁরা ঋণ গ্রহীতাদের সাথে যোগাযোগ করে এই প্রকল্পে বিগত দশ বছরে ব্যাঙ্কের সহযোগিতা ও প্রকল্পের সাফল্যের খতিয়ান পর্যবেক্ষণ করে দেখতে চান।

খোরপোষ মামলায় শিক্ষক স্বামীর হাজতবাস

রঘুনাথগঞ্জ : আদালত সূত্রে প্রকাশ, দোলনা বিবি বনাম জামালুদ্দিন আহম্মদ মামলায় উচ্চ আদালতের রায় অমান্য করে খোরপোষের টাকা সঠিক সময়ে না দেওয়ায় দোলনা বিবি স্থানীয় এস, ডি, জে, এম আদালতে এক্সিকিউশন কেস নং ৩২/৮৬ মোকার্দমা দায়ের করেন। আদালতের নির্দেশমত বাড়ালা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক জামালুদ্দিনকে গত ১৬ জানুয়ারী গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করা হয়। পাওনা ৩০০০ টাকা দোলনা বিবির পক্ষে আদায় না দিলে ছ'মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগেরও আদেশ দেন জঙ্গিপুরের এস, ডি, জে, এম। গত ২০ জানুয়ারী ঐ টাকা আদায় দিলে তাঁকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রকাশ, মহামান্য হাইকোর্ট আদেশ দিয়েছেন মাসিক ৪৫০ টাকা ও বকেয়া (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

বোমা বিস্ফোরণে ৩ জনের মৃত্যু—পুলিশের কাজে গ্রামবাসীরা ক্ষুব্ধ

অরঙ্গাবাদ : সুতী থানার বহুতালী গ্রামে গত ২৭ জানুয়ারী রাত ১১·৩০টা নাগাদ কবি প্রামাণিকের বাড়ীতে এক ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণে অশোক সাহা ও কুদহুস সেখের মৃত্যু হয়। আহত অপর দুজনকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে সেখানে একজনের মৃত্যু হয়। গ্রামবাসীদের সন্দেহ ডাকাতি করার জন্য গোপনে ঐ বোমা তৈরী করা হচ্ছিল। গ্রামবাসীরা জানান, ওদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে বহু অভিযোগ জানান সত্ত্বেও কাদোয়া বীট হাউসের পুলিশ সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। গ্রামাঞ্চলে ডাকাতি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। পুলিশ কনষ্টেবলদের অভিযোগ, তারা এ ব্যাপারে নিরুপায় কেননা ক্যাম্পের ৪/৫ জন কনষ্টেবল ও এ, এস, আই মাসের অধিকাংশ দিনই বিট হাউসে অনুপস্থিত থাকে। কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোন ফল হয়নি। এমনকি বীট হাউস আর, জি (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

গোপন চিঠি ফাঁস নির্বাচন অবৈধ

জঙ্গিপুর : সম্প্রতি জানা যায় মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানের পদে জনৈক জহরলাল সরকারের নির্বাচন অবৈধ বলে মনে করেন এ্যাঃ রেজিষ্ট্রার অফ কোঃ অপারেটিভ সোসাইটি। এ, আর, সি, এস এর চিঠি নং ৭৯৭৪ তাং ২০-১১-৮৬ থেকেই নাকি এ তথ্য জানা যায়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ৩১-৮-৮৬ বার্ষিক সভায় শ্রীসরকারকে চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচন করা হয়। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা যায়, তেঘরী রামপুর সমবায় সমিতির সদস্য হিসাবে তাঁকে নির্বাচিত করা হলেও সেই সমবায় সমিতিতে তাঁর নাকি কোন সদস্য পদই নেই। সেই সংবাদ জানাজানি হয়ে যাওয়ায় এ, আর, সি-এস অফিস থেকে উক্ত নম্বরের চিঠি দিয়ে ঘটনাটি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। এই গোপন চিঠিটি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে যায়। অনেকের ধারণা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হলে আরোও চাঞ্চল্যকর ঘটনা জানা যাবে।

রহস্যজনক চুরিতে পুরোহিত গ্রেপ্তার

ধুলিয়ান : গত ২১ জানুয়ারী রাত্রে সমসের-গঞ্জ থানার সম্মুখস্থ কালীমন্দিরে এক রহস্য-জনক চুরি হয়। বিগ্রহের যাবতীয় সোনা রূপার গহনা ও নগদে প্রায় দুলক্ষ টাকা চুরি গিয়েছে বলে সংবাদে প্রকাশ। সোনা-রূপার গহনা ও দানের টাকা সমস্তই একটি বাক্সে মন্দিরের এক গোপন (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০ টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে মাঘ বুধবার, ১৩৯৩ সাল

প্লে টু—ডেথ টু—

স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প এই অঞ্চলে কোন কোন স্থানের বেকারদের কাছে 'ট্যান্টালাস কাপ'। আমাদের পত্রিকার গত সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই কথা বলা যায়। ১৯৮৫ সালের আবেদনপত্র বাতিল হইলেও ১৯৮৬ সালের আবেদনকারীদের মধ্যে যাঁহারা সাহায্য পাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রাপ্তির পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না বলিয়া প্রতিবেদনে প্রকাশ। সাহায্যপ্রাপ্ত বেকারেরাই অভিযোগ করেন যে, দলীয় আনুকূল্য অথবা পশ্চাদ্দ্বার-ব্যয় দ্বারা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। '৮৫ সালে যাঁহারা স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ দরখাস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকে ইহার জন্য যাহা খরচ করেন, বেকারত্বের নিরিখে তাহা কম নয়। আবার ঘুরিতে-ফিরিতেও কিছু গিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা অর্থাৎ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের বেকার যুবকেরা মাথায় হাত দিলেন। কেন না তাঁহারা শুনিলেন যে, তাঁহাদের আবেদনপত্র বাতিল হইয়া গিয়াছে। জোতকমল ইউ, বি, আই-তে উপযুক্ত কর্মচারী না থাকায় ঐ ব্রাঞ্চ অর্থলগ্নী করিতে পারেন নাই।

কথা এইখানেই। যে ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চে কর্মী নাই, সে ব্যাঙ্ক ত অতি সন্নিকট রঘুনাথগঞ্জে আছে। আছে এস, বি. আই-ও। সেগুলি হইতে কি সাহায্যের টাকা বেকারদের দেওয়ার ব্যাপারে কোন অসুবিধা ছিল? নাকি এক্ষেত্রে প্রচার বেশী, কাজ কম? হতাশ বেকারদের কেহ কেহ মনে করেন যে, সরকার, আমলা ও ব্যাঙ্ক-কর্মকর্তারা তাঁহাদের মন্দভাগ্য লইয়া খেয়ালের খেলা করিতেছেন। পাঁচ হাজার বা পঁচিশ হাজার টাকার স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পে সাহায্য কেহ পাইয়াছেন কিনা জানা যায় নাই। কিছু বেকার মহিলা বেকার-ভাতা কার্ড পাইলেও, কার্ডে পেয়িং ব্যাঙ্কের কোন উল্লেখ না থাকায় অযথা হয়রান হইয়াছেন এবং স্থানীয় মহকুমা শাসক মহোদয়ের দ্বারস্থ হইয়াছেন। স্থানীয় কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র হইতে কোন সুরাহা হইয়াছে কিনা তাহাও জানা যায় নাই।

'হোয়াট্ ইজ্ প্লে টু ইউ ইজ্ ডেথ্ টু আস্' এই প্রসঙ্গে খুবই প্রযোজ্য। সরকারী আমলারা বা ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যাঁহারা বেকারদের আবেদনপত্রগুলির সুব্যবস্থা করিবার ভারপ্রাপ্ত, রীতিমত মাসের নির্দিষ্ট সময়ে পারিশ্রমিক পাইতেছেন, সংসার চালাইতেছেন, আমোদ-ফূর্ত্তিও করিতেছেন। অথচ হতভাগা বেকারেরা অভিশপ্ত ভাগ্য লইয়া দিনযাপনের গ্লানিতে ভুগিতেছেন। তাঁহাদের শোচনীয় জীবনের কথা ভাবে কে?

জেলায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে কোন বে-নিয়ম হয়নি—তদর্থক কমিটি

বিশেষ সংবাদদাতা : সভাপতি তদর্থক কমিটি, জেলা বিদ্যালয় পর্ষদ, মুর্শিদাবাদ এক বিশেষ বিবৃতি মারফৎ দৃঢ়তার সঙ্গে জানান—জেলায় এবারে যে ৪৮৩ জন প্রাথমিক শিক্ষককে নিয়োগ করা হয়েছে তাতে কোন বে-নিয়ম করা হয়নি। সংগঠক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ মেনে প্রায় সাড়ে চারশো জনের শুনানী করা হয় এবং খাতাপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র আইনানুগভাবে পর্যবেক্ষণ করে মহামান্য উচ্চ আদালতের নির্দেশমত পর্ষদের বক্তব্য তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়। তারপর পর্ষদের পক্ষ থেকে আইন মোতাবেক কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে প্রেরিত 'ট্রেণ্ড' 'আনট্রেণ্ড' যুবকদের, যাদের সাক্ষাৎকার পূর্বে নেওয়া হয়েছিল। ট্রেণ্ডের ক্ষেত্রে জেলাভিত্তিক এবং আনট্রেণ্ডদের ক্ষেত্রে সার্কেল ভিত্তিক নিয়োগ প্যানেল তৈরী করা হয়। তদর্থক কমিটীতে গৃহীত প্যানেল ও ১৭৬টী নূতন বিদ্যালয় স্থাপনের পূর্ব পরিকল্পনা মত নির্বাচিত স্থানের সরকারী অনুমোদন পাওয়ার পর ঐ ৮৪১ জন শিক্ষক নিয়োগ সম্পূর্ণ করা হয়। এবং স্থির হয় যে আগামী ১ বছর ঐ প্যানেল থেকে শূন্য শিক্ষক পদগুলি পূরণ করা হবে। প্রয়োজনে প্যানেলের মেয়াদ আরোও এক বছর পর্য্যন্ত বাড়ানো যাবে। কিন্তু কয়েকটি স্বার্থান্বেষী মহল সংগঠক শিক্ষকদের উসকানী দিয়ে জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় যাতে আর খোলা সম্ভব না হয় সে বিষয়ে উদ্যোগী হন। তাঁদের দিয়ে উচ্চ আদালতে আর একটি মামলা-দায়ের করার পরিকল্পনা করেন। এমনকি ২৩ ডিসেম্বর পর্ষদ ভবনে অফিসার ও কর্মীদের ঘেরাও করে অচলাবস্থা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের অযৌক্তিক প্রচেষ্টা বানচাল করতে বাধ্য হয়ে পর্ষদকে দ্রুততার সঙ্গে ৪৮৩ জনের নিয়োগপত্র প্রার্থীদের হাতে পৌঁছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হয়। তাঁরা জোর দিয়ে বলেন, এ জেলায় এত অধিক সংখ্যক ট্রেণ্ড বেকারের নিয়োগ কোনদিনই হয়নি এব এই নিয়োগে কোন বে-নিয়ম করা হয়নি। যদি তা হতো তবে কোন দলভুক্ত নন এমন যুবকদের অধিকসংখ্যায় নিয়োগ পেতে দেখা যেত না। অনেকে বলছেন, একই গ্রামের অনেকে চাকরী পেয়েছেন, আবার কোন গ্রামে একেবারেই কারোকে নিয়োগ করা হয়নি। এমনকি একই পরিবারের দুজনকে নিয়োগ করা হয়েছে। নিয়োগ কমিটিও একথা স্বীকার করেছেন। তাঁদের বক্তব্য—এটা অস্বাভাবিক নয়। কেননা কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে যে নামগুলি এসেছে তাতে কোন কোন গ্রামের কারোরই নাম না থাকতে পারে, আবার কোন পরিবারের দুতিনজনের নাম থাকাও স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে যোগ্যতার বিচারে দু'জনেই উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারেন। এতে নিয়োগ কমিটির পক্ষপাতিত্ব প্রমাণিত হয় না। পত্রিকার তরফ থেকে আমরাও অনুসন্ধান করে দেখেছি, নিয়োগ কমিটির বক্তব্য খুব একটা অযৌক্তিক নয়। তদুপরি পক্ষপাতিত্ব যদি হতো তবে সি, পি, এম বা বামপন্থী সমর্থিত যুবকেরাই অধিক সংখ্যাই নিয়োগপত্র পেতো। তা কিন্তু হয়নি। ফলে প্রতিটি বামপন্থী দলকে ক্যাডারদের ও সমর্থকদের অসন্তোষের সে কাবিলা করতে হিমসিম খেতে হয়েছে। যাইহোক, এই নিয়োগকে কেন্দ্র করে বামফ্রন্টের দলগুলিতে যে চিত্র ফুটে ওঠে, তা থেকে এ সত্য প্রমাণিত হয় যে ক্যাডার বা সমর্থকদের বেশ বড় একটা অংশ পূর্বের মতো পাওয়ার লোভে শাসক দলে যোগ দেয় এবং আশাহত হয়েই তারা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। দলের প্রতি তাদের কোন দরদ ছিল না। পাইয়ে দেওয়া রাজনীতির কুফল যে কত ভয়ানক তা এই নিয়োগকেই কেন্দ্র করেই দলগুলি উপলব্ধি করতে পেরে থাকলেই মঙ্গল। সাধারণ মানুষ তাঁদের কাছ থেকে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও নিরপেক্ষতাই আশা করে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

পুরসভাকে বলছি

১। রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা বাস ষ্ট্যাণ্ডে নির্মীত প্রস্রাবাগারটি সাধারণের ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে আছে। ঝাঁঝালো দুর্গন্ধে বমি আসে। পাশের দোকানদারদের খরচে তাও মাঝে মাঝে পরিষ্কার হয়। প্রস্রাবাগারটি নিয়মিত পরিষ্কার করার দায়িত্ব কার?

২। রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট এবং জঙ্গিপুর গাড়ীঘাটে পারাপার হওয়ার সময় নৌকা থেকে নেমে পায়ের পাতা জলে ডুবে যায়। ঘাট কর্তৃপক্ষ নিয়মিত পাটাতনকে জলের উচ্চতার মাপে রাখার ব্যবস্থা করেন না বলেই পারাপারকারীদের কষ্টটা হয়। ঠাণ্ডায় ব্যাপারটা মোটেই সুখপ্রদ নয়। এই অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখার দায়িত্বটা কার?

সৌমিত্র সিংহরায়, মিঠিপুর

আর এস পি তে ভাঙ্গন

ধুলিয়ান : গত ৬ ফেব্রুয়ারী আর, এস, পি পরিচালিত শপ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নকে সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের সংস্থা টি, ইউ, সির সাথে সংযুক্ত করার কথা ঘোষণা করলেন সম্পাদক নন্দলাল সরকার। শ্রীসরকার এতদঞ্চলে আর, এস, পি কর্মী হিসাবেই চিহ্নিত ছিলেন এবং শপ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নটি আর, এস, পির দ্বারায় ১০/১২ বছর যাবৎ পরিচালিত হচ্ছিল। সংযুক্তির কারণ হিসাবে শ্রীসরকার জানান, আর, এস, পি বর্তমানে শ্রমিক স্বার্থে কাজ করছে না। নেতা ও কর্মীদের আচার আচরণও ক্রমশঃ শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী হয়ে পড়ছে। তাই তিনি সমগ্র সংস্থাটিকে নিয়ে টি, ইউ, সির নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে আসতে বাধ্য হলেন। তিনি অভিযোগ করেন, আর, এস, পির বর্তমান নেতৃত্ব সংগ্রামী চরিত্র হারিয়ে ক্ষমতার মোহে পুঁজিপতি ও মালিকদের পক্ষে প্রকাশ্যে ওকালতি করছেন। উপরন্তু যাঁরা প্রগতিশীল ও সংগ্রামী সেই সমস্ত কর্মী ও নেতাদের উপর অহেতুক নিপীড়ন চালানো হচ্ছে। মেহনতী মানুষের নৈতিক চেতনাকে অবদমিত করার নেশায় পেয়ে বসেছে এই দলকে। তাই তিনি দুঃখজনক হলেও দলত্যাগ করে ফরওয়ার্ড ব্লকের সাথে হাত মেলাতে বাধ্য হলেন।

ধর্মের নামে জুলুমবাজী

জঙ্গিপুর : ছোটকালিয়া গ্রাম আবার অশান্তির কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি ছোটকালিয়া গ্রামে ভারত সেবাশ্রম সংঘের একটি মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই মিলন মন্দিরের জন্য একটি পাকা মন্দির ঘর নির্মাণের কথা। যাদের হাতে এই কাজের ভার আছে তারা কিছুদিন থেকে নানা-রকম জুলুম করে গরীব গ্রামবাসীর কাছ থেকে সাধ্যাতিরিক্ত চাঁদা আদায় করছে। খুশিমত একশো, দু'শো পাঁচশো, হাজার টাকা চাঁদা ধরা হচ্ছে এবং কয়েকদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ চাঁদা আদায় না দিলে নানারকম ভীতিপ্রদর্শন, অপমান ও জুলুম চালানো হচ্ছে। দু'একজনকে মার-ধরও করা হয়েছে। অন্যের জায়গা বেদখল করা, দলবদ্ধভাবে অন্যকে ভয় দেখানো এসব হামেশাই চলছে। এদের কথামত না চললে কারও গাছ কেটে নেওয়া হচ্ছে, কারও গাছের ফল পেড়ে নেওয়া হচ্ছে। গরীব দিনমজুররাও এই অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। ধর্মের নামে কতগুলি মতলববাজ লোকের এই নীতিবিগর্হিত ও বে-আইনী কার্য-কলাপের প্রতি ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষকেও জানানো হয়েছে। এই জুলুমবাজী অবাধে চলতে থাকলে ছোটকালিয়ায় ঘোরতর অশান্তি দেখা দিতে পারে। আমরা আশাকরি পুলিশ ও প্রশাসন এদিকে সজাগ দৃষ্টি দিবে। ভারত সেবাশ্রম সংঘও তার সুনাম নিশ্চয়ই কলঙ্কিত হতে দিবে না।

ব্রাঞ্চ ডাকঘর সাব করার দাবী

সম্মতিনগর : এই অঞ্চলে বেশ কিছু-দিন থেকে একটি গ্রামীণ ডাকঘর বা ব্রাঞ্চ ডাকঘর চলছে। কিন্তু সম্প্রতি এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নতি হওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে ব্যাঙ্ক, অফিস, বিদ্যালয় ও ব্যবসায় প্রতি-ষ্ঠানেরও বৃদ্ধি ঘটেছে। ফলে ডাক ব্যবস্থার অপ্রতুলতা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। সে কারণেই এতদ্অঞ্চলের মানুষ ব্রাঞ্চ ডাকঘরটিকে পূর্ণ মর্যাদা-সম্পন্ন ডাকঘরে রূপান্তরিত করার দাবী জানিয়ে ডাক অধিকর্তাদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু ডাকবিভাগ সেদিকে আদৌ নজর না দেওয়ায় গ্রামবাসীরা ক্ষুব্ধ।

রজত জয়ন্তী উৎসব

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১ থেকে ৩ ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যাল এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের রজত জয়ন্তী পূর্তি উৎসব পৌরসভার হলঘরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পুরসভার চেয়ারম্যান পরমেশ পাণ্ডে এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের বরণ করা হয় ও প্রয়াত সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। আলোক সজ্জা, বাজী পোড়ানো, বিচিত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনগুলিকে শ্রীমণ্ডিত রাখতে সচেষ্ট হন সোসাইটির সভ্যবৃন্দ। সুবোধ সাহাকে সভাপতি ও প্রণব সাহাকে সম্পাদক নির্বাচিত করে ন'জনের এক কার্য্যকরী সমিতি গঠন করা হয়।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন জঙ্গিঃ ২৫, রঘু ১৬৬

মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় কৃষি-ঋণের এক বিরাট অংশ অনাদায়ী রয়েছে। তার ফলে কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

এবছর যে সব জেলায় ও অঞ্চলে বন্যার দরুণ ক্ষয়ক্ষতি হয়নি সেখানে ভালো ফসল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যাঁরা সমবায় থেকে কৃষি কাজের জন্য আগে ঋণ নিয়েছেন তাঁদের কাছে পূর্বের কৃষি-ঋণ পরিশোধ করার আবেদন রাখছি। নতুন করে কৃষি-ঋণ নিয়ে এঁরা আবার চাষবাসের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করুন।

এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে সমবায়ের ঋণ মকুব হয় না এবং একজন ঋণ শোধ করলে তাঁর প্রতিবেশীজনেরা চাষবাসের জন্য সমবায়ের ঋণ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

ঋণ আদায়ের কাজে পঞ্চায়েত, কৃষক সংগঠন, সমবায় সমিতি, স্থানীয় বিধায়ক সকলকেই এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

১ জানুয়ারী, ১৯৮৭ — জ্যোতি বসু

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

জাতীয় সংহতি ও অগ্রগতি অব্যাহত রাখুন

প্রজাতন্ত্র দিবসের আহ্বান

স্বাধীনতার আশীর্ব্বাদ ও দেশ বিভাগের অভিশাপ মাথায় নিয়েই ভারতের অন্যতম অঙ্গরাজ্য এই পশ্চিমবঙ্গের যাত্রা শুরু। অনেক ঝড় ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে আজ তার অগ্রগতি দৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। বিগত দশ বছরে সেচ ব্যবস্থা, কৃষি উৎপাদন, সুষম খাদ্যবণ্টন, ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার, স্বাস্থ্য রক্ষা, বিদ্যুৎ উৎপাদন, মৎস্য চাষ, বনজ সম্পদ বৃদ্ধি, সমাজ কল্যাণ, পরিবহন প্রভৃতি সমস্তক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য। নতুন শিল্পনীতির ফলে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত হয়ে রাজ্যের অর্থনীতি ও কাজের সুযোগ বৃদ্ধির উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার অঙ্গনে এই রাজ্যের অর্থ সংস্থান ও সাফল্য সমগ্র ভারতে প্রথম সারিতে। তফশিলী ও আদিবাসী জন-গোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে অগ্রগতিও গর্ব করার মতো। প্রধান প্রধান ভাষাভাষী জনগোষ্ঠির ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাফল্য নজিরবিহীন।

পশ্চিমবঙ্গকে ক্ষুদ্র ভারত বলা যায়। এখানে সমস্ত ধর্ম, সম্প্রদায় ও সব ভাষাভাষী মানুষের গণতান্ত্রিক অধি-কার সুরক্ষিত এবং তারা সকলে এ রাজ্যে সম মর্যাদায় সুখে শান্তিতে বসবাস করছেন। সম্প্রতি জনগণের এই ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করে রাজ্যের শান্তি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে অস্থিরতা সৃষ্টির অপচেষ্টা চলছে। সেই অশুভ শক্তি সমূহের প্রতিরোধে সকল অংশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। প্রজাতন্ত্র দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

৩ জনের মৃত্যু

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পার্টিকে কোনরূপ সহযোগিতা পর্য্যন্ত করে না। গ্রামবাসীরা আরো জানান, পুলিশ ও দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে বন্ধুত্ব এত গ ঢ় যে তাদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও হাসপাতাল প্রাঙ্গণে সরকারী অনুমতি ছাড়া দুষ্কৃতকারীদের পরিচালনায় এক পক্ষকাল মেলা, পঞ্চরস গান ও জুয়ার আসর বসে। পুলিশ এসব জানা সত্ত্বেও কোন বাধা দেয়নি। গ্রামবাসীরা এ ব্যাপারে গত ৩১ ডিসেম্বর মহকুমা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোন ফল হয়নি। আরো অভিযোগ, উক্ত বিস্ফোরণের সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া সত্ত্বেও বীট হাউসের পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসে পরদিন সকালে। দোষীদের না খুঁজে তারা নিরীহ মানুষ মহসীন সেখকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে ভয় দেখিয়ে নাকি তার কাছ থেকে টাকা আদায় করে। সুতী থানার ও সি সন্ধ্যা নাগাদ এসে লাশ চালানের ব্যবস্থা করেন এবং আর, জি, পার্টি'ক ডার্ক ফর্ট নাইটে' ডিউটি না করার জন্য তিরস্কার করেন। কিন্তু কনেষ্টবলদের অভিযোগ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা নেননি। পুলিশের কাজের গাফিলতিতে গ্রামবাসীরা নিরাপত্তার অভাববোধ করছেন।

পুরোহিত গ্রেপ্তার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্থানে রাখা হতো। তদুপরি সামনে থানা। দিবারাত্রি পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। তাই নিরাপত্তার অভাব কেউই বোধ করেননি। সে কারণেই এই চুরিতে এ অঞ্চলে বিশেষ চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়। চোর ধরতে পুলিশ কুকুর নিয়ে আসা হয়। সন্ধ্যা পাঁচটার সময় জমিদার বাড়ীর পিছনে দানের বাক্সটি পাওয়া যায়। কুকুরকে শুঁকিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলে প্রাক্তন পৌরপিতা দোলনবাবুর বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়ে কুকুরটি সোজা ঠাকুরপাড়া চ ল যায়। কিন্তু জনতার ভিড়ে দিশেহারা কুকুর কিছু করতে পারে না। পরে রাত্রি ১০টায় কুকুরটিকে ছেড়ে দিলে সে নাকি পুরোহিত রঞ্জিত চক্রবর্ত্তীকে নিদ্রিত অবস্থায় সনাক্ত করে। পুরোহিত চক্রবর্ত্তী, তার শ্যালক অরবিন্দ ও নাইট গার্ডকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পুরোহিতের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় সমস্ত চোরাইমাল তার শ্বশুর বাড়ী রামপুরহাটে রাখা হয়েছে। পুলিশ রামপুরহাট ধাওয়া করে কিন্তু সেখানে কিছু উদ্ধার হয়েছে বলে জ না যায়নি। আসামীদেরকে গত ৩ ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর কোর্টে চালান দেওয়া হয়। জানা যায় মূল আসামীকে পুনরায় কোর্টের আদেশ নিয়ে ফিরিয়ে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর পুলিশ স্থানীয় কুশাল সরকার ও লালপুরের জনৈক স্বর্ণকারকে গ্রেপ্তার করে। এখনও পুলিশী তদন্ত চলছে।

শিক্ষক স্বামীর হাজতবাস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

টাকা মাসে ১৫০ মোট ৬০০ টাকা দোলনা বিবিকে খোরপোষ দিতে জামালুদ্দিন বাধ্য থাকবেন। জানা যায়, পরপর দু'মাস টাকা আদায় না দেওয়ায় জামালুদ্দিনের বিরুদ্ধে আরো দুটি এক্সিকিউশন কেস ঝুলে রয়েছে। তাতেও নাকি মাননীয় আদালত-গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারি করেছেন। শোনা যাচ্ছে জামালুদ্দিন সাহেব মহামান্য হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে অ পিল করেছেন। উল্লেখ্য, মুসলীম বিবাহ আইন পাশ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই মামলা এ অঞ্চলে বিশেষ চাঞ্চল্য এনেছে।

বিজ্ঞপ্তি

১। নাম—জিল্লুর রহমান, পিতা—মৃত তালেশমান সেখ, ঠিকানা গ্রাম—সায়েত, পোঃ—বাড়ালা, মৌজা—রঘুনাথগঞ্জ খতিয়ান নং ৬৬ ও ৬৫ দাগ নং ২০৫৬ ও ২২১৬ জমির পরিমাণ ·০৫ ও ·০৬

২। ফজর আলী খাঁন, পিতা—মৃত আহেদ খাঁন গ্রাম—চড়কা, পোঃ—রঘুনাথগঞ্জ, খতিয়ান নং ০·৫২৯ দাগ ৩৩২ জমির পরিমাণ ·০৬¾ মৌজা—রঘুনাথগঞ্জ

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে উপরি বর্ণিত সম্পত্তিদ্বয় উল্লেখিত ব্যক্তিগণ তাহাদের স্বত্ব দখলীয় সম্পত্তি বলিয়া দাবী করিতেছে। এই ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিবেন। অন্যথায় উল্লেখিত সম্পত্তিদ্বয় উপরি বর্ণিত ব্যক্তিগণের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
জঙ্গিপুর শাখা, মুর্শিদাবাদ

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

দাস ব্যাটারী কোং
প্রোঃ মদনমোহন দাস
ষ্টোরেজ ব্যাটারী ও ব্যাটারী প্লেট প্রস্তুতকারক
(১৫ মাসের গ্যারান্টি দেওয়া হয়)
উমরপুর, পোঃ ঘোড়শালা;
জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন : আর জি জি ১৫৫

সকলের প্রিয়
এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর প্রাইজ ব্রেড
মিরাপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

বিয়ের মরশুমে প্রিয়জনকে শ্রেষ্ঠ উপহার একটি ষ্টীল আলমারি দেওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন। আসুন, "সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউসে" আপনার পছন্দমত জিনিষটি দেখে নিন। প্রতিটি জিনিষেই পাবেন বিক্রয়োত্তর সেবা।
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।